بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

রাষ্ট্রপতি

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।

০২ পৌষ ১৪২৪
১৬ ডিসেম্বর ২০১৭

বাণী

১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস, বাঙালি জাতির ইতিহাসে এক অনন্য গৌরবময় দিন। বিজয় দিবসের এই শুভক্ষণে আমি দেশবাসী এবং প্রবাসে বসবাসরত বাংলাদেশীদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

বাঙালি জাতির শ্রেষ্ঠ অর্জন স্বাধীনতা। তবে তা এক দিনে অর্জিত হয়নি। দীর্ঘ আন্দোলন সংগ্রাম নানা ও চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঐতিহাসিক স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। তাঁরই আহ্বানে ও নেতৃত্বে দীর্ঘ ন'মাস সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হয়। আমি আজ বিনম্রচিত্তে পরম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, যাঁর অপরিসীম ত্যাগ ও আপসহীন নেতৃত্বে পৃথিবীর মানচিত্রে জন্ম নেয় স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ। আমি গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করি মুক্তিযুদ্ধে আত্মোৎসর্গকারী বীর শহীদদের, যাঁদের সর্বোচ্চ ত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত হয় স্বাধীনতা। বিজয়ের এই মহান দিনে আমি শ্রদ্ধা জানাই বীর মুক্তিযোদ্ধা, মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক-সমর্থক, যুদ্ধাহত ও শহীদ পরিবারের সদস্যসহ সর্বসস্তরের জনগণকে, যাঁরা আমাদের বিজয় অর্জনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অবদান রেখেছেন। জাতি তাঁদের অবদান শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে।

১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধে করণীয় বিষয়ে ঐতিহাসিক ভাষণ গত ৩০ অক্টোবর ইউনেস্কো মেমোরি অব দ্য' ওয়ার্ল্ড ইন্টারন্যাশনাল রেজিস্টার-এ অন্তর্ভুক্ত করে 'বিশ্বপ্রামাণ্য ঐতিহ্য' হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। এ জন্য আমরা গর্বিত।

বিজয় যেমন আমাদের স্বকীয়তা দিয়েছে, তেমনি বিশ্বমানচিত্রে প্রতিষ্ঠিত করেছে স্বাধীন জাতি হিসেবে। তবে আমাদের উন্নয়ন ও গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রার পথ সবসময় মসৃণ ছিল না। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির পিতার হত্যার মধ্য দিয়ে দেশে সামরিক স্বৈরশাসন ও অগণতান্ত্রিক সরকারের উত্থান ঘটে এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়। বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা দীর্ঘ নির্বাসন শেষে ১৯৮১ সালের ১৭ মে দেশে প্রত্যাবর্তন করে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে আন্দোলন শুরু করেন। দীর্ঘ আন্দোলন ও সংগ্রাম এবং নানা চড়াই-উৎরাই এর মধ্য দিয়ে দেশে আজ গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত। সরকারের যুগোপযোগী পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ফলে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অর্জিত হচ্ছে নানা সাফল্য। নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতুর মতো বৃহৎ প্রকল্পের কাজ এগিয়ে যাচ্ছে। ২০২৪ সালে ২৪০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের কাজ শুরু হয়েছে। অচিরেই বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট মহাকাশে স্থাপিত হবে। টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে এ হবে এক নতুন দিগন্ত। আর্থ-সামাজিক নানাখাতে বাংলাদেশের অগ্রগতি আজ বিশ্ব দরবারে 'রোল মডেল' হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। এই যে অর্জন, এর পেছনে রয়েছে এদেশের সকল শ্রেণিপেশার মানুষের অসাধারণ মেধা-মনন, অক্লান্ত পরিশ্রম আর অদম্য মনোবল। আমাদের জাতীয় অর্থনীতিতে প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রেরিত রেমিটেন্স গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। তাঁরাও আমাদের উন্নয়নের গর্বিত অংশীদার। সরকার সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা সাফল্যের সাথে অর্জন করেছে। ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষমাত্রা অর্জনে প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে।

'সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারোর সাথে বৈরিতা নয়', জাতির পিতা ঘোষিত এ মূলমন্ত্রকে ধারণ করে আমাদের পররাষ্ট্রনীতি পরিচালিত হচ্ছে। চলতি বছর মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্য থেকে নির্যাতিত ও বিতাড়িত লক্ষ লক্ষ রোহিঙ্গাদের নিতান্ত মানবিক কারণে বাংলাদেশ আশ্রয় দিয়ে বিশ্ব দরবারে এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। আশ্রয়হীন এতো মানুষের ভার বহন করা বাংলাদেশের জন্য খুবই কঠিন। বাংলাদেশ এ সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানে বিশ্বাসী। আমি এ সমস্যার স্থায়ী সমাধানে দ্রুত কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের জন্য মিয়ানমারসহ জাতিসংঘ এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

লাখো শহীদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত আমাদের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বকে আরও অর্থবহ করতে দলমত নির্বিশেষে সম্মিলিত প্রচেষ্টা অপরিহার্য। আমি মহান বিজয় দিবসের প্রাক্কালে দেশবাসীর প্রতি আহবান জানাবো আসুন, মুক্তিযুদ্ধের লক্ষ্য ও চেতনা বাস্তবায়নে নিজ নিজ অবস্থান থেকে আরও বেশি অবদান রাখি, দেশ ও জাতিকে এগিয়ে নেই সমৃদ্ধ আগামীর পথে।

সরকার সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে 'ভিশন ২০২১' ও 'ভিশন ২০৪১' ঘোষণা করেছে। আমাদের বিপুল মানবসম্পদ ও তথ্যপ্রযুক্তির সার্থক ব্যবহারের মাধ্যমে আমরা এ 'ভিশন' বাস্তবায়নে সক্ষম হবো, ইনশাল্লাহ। সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলায় পরিণত হোক, মহান বিজয় দিবসে-এ আমার প্রত্যাশা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

রাষ্ট্রপতি

PRESIDENT
PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
BANGABHABAN, DHAKA

02 Poush 1424
16 December 2017

Message

16th December is our victory day, a glorious and memorable day in the history of the Bangali nation. On the eve of the day, I extend my sincere felicitations and warm congratulations to my fellow countrymen living at home and abroad.

Independence is the greatest achievement of the Bangali nation but it was not attained in a day. Father of the Nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, the undisputed leader, declared the historic independence on March 26, 1971 after overcoming various ups and downs and staging long movement and agitation against Pakistani government. The ultimate victory was achieved through a nine-month long war of liberation under his leadership. Today, I recall with profound respect the greatest Bangali of all time, Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman whose boundless sacrifices, uncompromising and charismatic leadership contributed to the emergence of Bangladesh as an independent and sovereign state in world. I pay my deep homage to the valiant freedom fighters who made supreme sacrifice in the war of liberation for the cause of country's independence. I also extend my deep gratitude to the organisers and supporters and the people from all strata who directly and indirectly made meaningful contributions to our war of liberation. I extend my sincere thanks to UNESCO for the recognition of the historic 7th March speech of Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman as a world's important documentary heritage and include it in the 'Memory of the World International Register'. This recognition is the source of inspiration and a great pride for Bangali Nation.

The importance and significance of great victory day is boundless in our national history. On one hand victory has given us our own identity and on the other hand it has elevated us to world arena as an independent nation. But it is an irony that the path of development and the practice of democratic norms were not functioning smoothly all the time. The emergence of military autocracy and undemocratic government came into being after the assassination of Father of the Nation on 15 August in 1975 that hindered the flourishing of democratic pluralism. After about 6 years of exile, Sheikh Hasina, daughter of Bangabandhu, returned home on 17 May in 1981 and started movement against autocratic government for reviving democracy. Through a long struggle, democratic government has now been established in the country. With the formulation of appropriate planning and making its best implementation, Bangladesh has achieved manifold successes both at home and abroad. The mega projects like Padma Bridge are being implemented with our own resources. Construction of the Rooppur Nuclear Power Plant is started and it will generate 2400 MW electricity by the year 2024. Bangabandhu Satellite will be launched soon. This will be a new horizon for the development of telecommunication sector. Bangladesh is now being considered as a role-model in the world for socio-economic development. These have been possible due to intellectual-mind, tireless hard work and undaunted courage of our people. Foreign Remittance being sent by expatriate Bangladeshis is making immense contribution to our national economy. They are also the proud partners of our development. The government has successfully attained the targets of MDGs and now providing its continued efforts to achieve the targets of Sustainable Development Goals (SDGs) by 2030.

Our foreign policy is being exercised in accordance with the principle "Friendship to all, malice to none" as adopted by the Father of the Nation. This year, Bangladesh has set a unique example by providing shelter to millions of forcefully displaced and tortured Rohingyas fled from Rakhine State of Myanmar on humanitarian ground. But it is very difficult for Bangladesh to bear the burden of such a huge homeless people. Bangladesh believes in a peaceful solution to the problem. I urge the UN and the international community, including Myanmar, to take immediate effective measures for the permanent settlement of this problem.

Millions have sacrificed their lives for our independence. Combined efforts are imperative to make the sacrifice meaningful. On the eve of the victory day, I urge the countrymen to make more contributions from their respective positions in implementing the spirit of the liberation war and take the nation towards a prosperous future.

The Government has set 'Vision 2021' and 'Vision 2041' for transforming Bangladesh into a developed country. I am hopeful that we would be able to materialise the visions within the stipulated time by utilizing our huge human resources and information technology, Inshallah. On the occasion of great victory day, I hope that our coordinated efforts will turn Bangladesh into a hunger and poverty free prosperous 'Sonar Bangla' (Golden Bengal) as dreamt by Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman.

Khoda Hafez, May Bangladesh Live Forever.

Md. Abdul Hamid